কাজী নজরুল ও ডিগ্রিপ্রাপ্ত বাঙালির সুপ্ত-সাম্প্রদায়িকতা

ইমানুল হক

১.

বাইরের ল্যাজ কাটা সহজ, মনের ল্যাজ কাটবে কে?--- রবীন্দ্রনাথ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন কাজী নজরুল ইসলামকে। নজরুলকে 'বসন্ত' নাটিকা উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। নিজের ৭০তম জন্মদিন উদযাপন অনুষ্ঠানে নিজের পাশের আসনে ডেকে বসিয়েছিলেন তাঁকে। এ নিয়ে ঘনিষ্ঠ কিছু মানুষের কাছে সমালোচনাও শুনতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। সমালোচনার সঙ্গে কটাক্ষ বাড়তি সংযোজন। 'খুন' শব্দ ব্যবহার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ নিয়ে দুজনের তথাকথিত শুভানুধ্যায়ীরা দুজনকে উত্তজিত করেন। রবীন্দ্রনাথ ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে এক বক্তৃতায় 'জনৈক হিন্দু বাঙালি কবি'র 'খুন' শব্দ ব্যবহার আপত্তি তোলেন। সেটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রবাসী পত্রিকায় ছাপা হয়। -- নজরুলকে কিছু লোক, যাঁরা নজরুল রবীন্দ্রনাথের মধুর সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত ছিলেন, তাঁরা ক্রমাগত তাঁর কানে বিষমন্ত্র ঢাললেন। উত্তেজিত নজরুল আক্রমণ করলেন রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথকেও একদল লোক উল্টোদিক থেকে উত্তেজিত করলেন। এরাও রবীন্দ্রনাথ আর নজরুলের স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক মানতে পারেননি। পারেননি নজরুলকে বই উৎসর্গ করা--তাই বিষবর্ষণ শুরু হল।
তবে সুখের কথা বাংলার এই দুই মনীষীর বিতর্ক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।
মনোমালিন্যও মিটে যায় অচিরে।

মিটে যায় কারণ, দুজনের ই মনের লেজ ছিল না।

২.

তাঁদের মনের লেজ ছিল না--কিন্তু বাকি অনেকের? ছিল। আর ছিল বলেই নজরুলকে লিখতে হয়:

বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য।

তাঁকে জানাতে হয় যে, হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানদের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুরও তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে নিত্যপ্রচলিত শব্দপ্রয়োগে আপত্তি তোলা অন্যায়।

নজরুলের অকপট স্বীকারোক্তি:

তাই তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নি। অবশ্য এর জন্যঅনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্যহানি হ'য়েছে। তবু আমি জেনেশুনেই তা' করেছি।

কৃষ্ণ, দধিচী, সব্যসাচী, আনন্দময়ী (দুর্গা), নবী, মৌলবী, মোললা, খোশ, খুন, কাফের ইত্যাদি শব্দের সংযোজন সে কারণেই।

৩.

আমাদের মনে নানা ভেদ। বিভেদের রাজনীতিই আজ নিয়ামক শক্তি। ঐক্য নয়, অনৈক্য-ই হাতিয়ার ক্ষমতালোভীদের। বিদ্বে৪ষ-বিষ নাশ করতে চায় না তারা। চায় বাড়াতে। ধর্ম জাতপাত রাজনীত লিঙ্গ বর্ণ--নানা ভেদের বিদ্বেষমূলক হাতিয়ার, ক্ষমতার মসনদে আরোহণের।
সবচেয়ে বেশি চলে হিন্দু-মুসলিম বিভেদপন্থা।
এই বিভেদপন্থার বিরুদ্ধ সোচ্চার নজরুলের কবিতা:

হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কান্ডারী বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার!

মৌলভি আর পুরোহিত নামক দুই ধর্ম-ব্যবাসয়ীর দলের সঙ্গে ধর্মের কোন যোগ নেই বুঝেছিলেন ইসলামি গজল আর শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা নজরুল--তারা যে ঈশ্বরের সকল দুয়ারে চাবি লাগিয়েছে জানিয়ে দিতে তাই দ্বিধাহীন নজরুল।

৪.

অনেকের মধ্যে একটা ব্যাপার থাকে আমি ধর্মনিরপেক্ষ--কিন্তু আমি বাবা কোনো জামেলার মধ্যে নেই--মূর্তি পূজা বা মহরমে চাঁদা তোলা কোনো ব্যাপারেই আমার কোনো মতামত নেই যা হচ্ছে তা হোক। আর ভোটের কারবারিরা তো সবেতেই আছেন। কারণ সেখানে 'মাস' নামক জনতাবিহারী কাজ।
নজরুল মূর্তিপূজা বা মহরমের জৌলুস নিয়ে তেমন বলেননি সত্য, কিন্ত তাঁর দ্যে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' ব্যাপারটা অনুপস্থিত।
ভগবান ভৃগু বুকে পদচিহ্ন আঁকতে যেমন তাঁর ভয় নেই, তেমনি খোদার আরশ আসন ছেদ করতেও নি:শঙ্কচিত্ত।

৫.

আর এজন্য তাঁকে পড়তে হয়েছে আক্রমণের মুখে।
'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় আছে তার সাক্ষ্য:

মৌ-লোভী যত মৌলবী আর `মোললা'রা কন হাত নেড়ে,
দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জা'ত মেরে!
.....
হিন্দুরা ভাবে, পাশী শব্দে কবিতা লেখে, ও পা'ত নেড়ে!

৬.

এপার ওপার --দুই পারে যে দুই বাংলা--তাঁকে মিলিয়েছেন রবীন্দ্র-নজরুল। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের লেখা গান আর নজরুল বাংলাদেশের জাতীয় কবি। শিলাইদহে জমিদারি ঠাকুর পরিবারের রবি ঠাকুরের আসমানদারি জগৎজুড়ে, চুরুলিয়ার দুখু মিঞার গান দুই বাংলার ঘরে ঘরে।
কথাটা লিখলাম বটে। কিন্তু এটা কি আজ আর সত্যি কজন নজরুলের গান শোনেন এই বাংলায়? কটা জায়গায় পালিত হয় নজরুল জয়ন্তী। আগে বামপন্থীরা রবীন্দ্র-নজরুল-সুকান্ত সনধ্যা করতেন। কেউ কেউ তঅকে ব্যঙ্গ করতেন 'রসুন' বলে। সেই ব্যঙ্গের স্রোতে ভেসে গেলে সব?
ব্রাত্য হয়ে গেলেন সুকান্ত আর নজরুল? কেন?
কোথাও কি একটা সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িকতা বা বামপন্থাহীনতা কাজ করেছে?

অতচ একটা সময় ছিল জখন নজরুলের গান ছিল গ্রাম বাংলা আর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুরাগীর আদরের ধন। কিন্তু তা হারালো কেন? একদিকে সরকার উদাসীন তাকলেন নজরুলের প্রতি। দীঘ্রদিন যিনি সংস্কৃতিমন্ত্রী ছিলেন তাঁর ঔদাসীন্য অনেকখানি এজন্য দায়ী। নিজের কাকার প্রতিও সুবিচার তিনি করেননি।
সাংস্কৃতিক সাখাও কর্তার ইচ্ছা অনুযায়ী চলেছে। নজরুল বরাত্য হয়ে গেছেন। বেতার -দূরদর্শনেও সেভাবে প্রচার হয় না নজরুল সঙ্গীত। তবু মমতা একটা কাজ করেছেন , নজরুল কে নিয়ে বড় উৎসব করছেন। কিন্তু শুধু সরকারি আনুষ্ঠান দিয়ে তো হবে না। বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে নজরুল পড়ানো হয় নমো নমো করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তো ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ নজরুল জন্মশতবর্ষে 'সঞ্চিতা' পড়ানো বন্ধ হয়ে যায়। শেষে প্রয়াত অনিল বিশ্বাসের হস্তক্ষেপে ফেরে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বাতিল হল এম এ -তে অনেক হইচই য়ের পর ফিরল। কিন্ত উত্তর লেখা বাধ্যতামূলক হল না।

এই তো দৃষ্টিভঙ্গি। বাংলা সাহিত্যের এক প্রখ্যাত ইতিহাসকার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন হাবিলদার কবি। কবি নয়--হাবিলদার কবি।

এবের পিছনে কি আছে তাঁরাই ভাল জানেন।
একটা সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ কাজ করে যায় কোথাও।
দুর্গাকে নিয়ে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লিখে জেলে গিয়েছিলেন যে কবি, যাঁর গলায় সৌনা গিয়েছিল বিদ্রোহের বিপুল সুর ও স্বর, রবীন্দ্রনাথের বিরোধি না হয়েও যিনি রবীন্দ্র কবিতার আশ্রয় থেকে মুকত দিয়েছিলেন বাংলা কবিতাকে, রবীন্দ্রনাথের পর যিনি বাংলার প্রথম ঔলিক কবি, আধুনিক বাংলা কবিতার সূত্রপাত যাঁর হাত ধরে, জীবননান্দ ধাশ যাঁর মতো করে লিখতেন প্রথম দিকের কবিতাগুলি--সেই নজরুলকে অবহেলা আর কতকাল?

সংযোজনঃ

১। প্রেসিডেন্সি কলেজ রবীন্দ্র পরিষদে এক সংবর্ধনার উত্তরে ১৯২৭ সালের ১৩ ডিসেম্বর (২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেনঃ
".. ..সেদিন কোন একজন বাঙ্গালী হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন 'খুন'। পুরাতন 'রক্ত' শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙ্গা রং যদি না ধরে তা হলে বরং সেটাতে তাঁরই অকৃতিত্ব। তিনি রং লাগাতে পারেন না বলেই তাক লাগাতে চান। আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাঁদের উষাকে নিয়ুমার্কেটে 'খুন' ফরমাস করতে হয় না।"

২। প্রবাসী-তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রটি বৈশাখ ১৩৪১ সংখ্যায় 'মক্তব-মাদ্রাসার বাংলা' নামে প্রকাশিত হয়।

আমাদের দেশের লেখকদের একটা বিপদ আছে। য়ুরোপীয় সাহিত্যের এক-একটা বিশেষ মেজাজ যখন আমাদের কাছে প্রকাশ পায় তখন আমরা অত্যন্ত বেশি অভিভূত হই। কোনো সাহিত্যই একেবারে স্তব্ধ নয়। তার চলতি ধারা বেয়ে অনেক পণ্য ভেসে আসে; আজকের হাটে যা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কালই তা আবর্জনাকুণ্ডে স্থান পায়। অথচ আমরা তাকে স্থাবর ব'লে গণ্য করি ও তাকে চরম মূল্য দিয়ে সেটাকে কালচারের লক্ষণ ব'লে মানি। চলতি স্রোতে যা-কিছু সব-শেষে আসে তারই যে সব চেয়ে বেশি গৌরব, তার দ্বারাই যে পূর্ববর্তী আদর্শ বাতিল হয়ে যায় এবং ভাবীকালের সমস্ত আদর্শ ধ্রুব রূপ পায়, এমনতরো মনে করা চলে না। সকল দেশের সাহিত্যেই জীবনধর্ম আছে, এইজন্যে মাঝে মাঝে সে সাহিত্যে অবসাদ ক্লান্তি রোগ মুর্ছা আক্ষেপ দেখা দেয়— তার মধ্যে যদি প্রাণের জোর থাকে তবে এ-সমস্তই সে আবার কাটিয়ে যায়। কিন্তু দূরে থেকে আমরা তার রোগকেও স্বাস্থ্যের দরে স্বীকার করে নিই। মনে করি, তার প্রকৃতিস্থ অবস্থার চেয়েও এই লক্ষণগুলো বলবান ও স্থায়ী, যেহেতু এটা আধুনিক।

৩। রবীন্দ্রনাথ এম. এ. আজমকে এক পত্রে লেখেনঃ

সর্বপ্রথমে বলে রাখি আমার স্বভাবে এবং ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব নেই। দুই পক্ষেরই অত্যাচারে আমি সমান লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হই এবং সে রকম উপদ্রবকে সমস্ত দেশেরই অগৌরব বলে মনে করে থাকি।

ভাষামাত্রেরই একটা মজ্জাগত স্বভাব আছে, তাকে না মানলে চলে না। স্কটল্যাণ্ডের ও ওয়েল্‌সের লোকে সাধারণত আপন স্বজন-পরিজনের মধ্যে সর্বদাই যে-সব শব্দ ব্যবহার করে থাকে তাকে তারা ইংরেজি ভাষার মধ্যে চালাবার চেষ্টামাত্র করে না। তারা এই সহজ কথাটি মেনে নিয়েছে যে, যদি তারা নিজেদের অভ্যস্ত প্রাদেশিকতা ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে চালাতে চায় তা হলে ভাষাকে বিকৃত ও সাহিত্যকে উচ্ছৃঙ্খল করে তুলবে। কখনো কখনো কোনো স্কচ লেখক স্কচ ভাষায় কবিতা প্রভৃতি লিখেছেন কিন্তু সেটাকে স্পষ্টত স্কচ ভাষারই নমুনা স্বরূপে স্বীকার করেছেন। অথচ স্কচ ও ওয়েল্‌স ইংরেজের সঙ্গে এক নেশনের অন্তর্গত।

আয়ারল্যাণ্ডে আইরিশে-ব্রিটিশে ব্ল্যাক অ্যাণ্ড ট্যান নামক বীভৎস খুনোখুনি ব্যাপার চলেছিল কিন্তু সেই হিংস্রতার উত্তেজনা ইংরেজি ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে নি। সেদিনও আইরিশ কবি ও লেখকেরা যে ইংরেজি ব্যবহার করেছেন সে অবিমিশ্র ইংরেজিই।

ইংরেজিতে সহজেই বিস্তর ভারতীয় ভাষার শব্দ চলে গেছে। একটা দৃষ্টান্ত jungle—সেই অজুহাতে বলা চলে না, তবে কেন অরণ্য শব্দ চালাব না! ভাষা খামখেয়ালি, তার শব্দ-নির্বাচন নিয়ে কথা-কাটাকাটি করা বৃথা।

বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার পারসী আরবী শব্দ চলে গেছে। তার মধ্যে আড়াআড়ি বা কৃত্রিম জেদের কোনো লক্ষণ নেই। কিন্তু যে-সব পারসী আরবী শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত অথবা হয়তো কোনো-এক শ্রেণীর

মধ্যেই বদ্ধ, তাকে বাংলা ভাষার মধ্যে প্রক্ষেপ করাকে জবরদস্তি বলতেই হবে। হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে সেটা বেখাপ হয় না, বাংলায় সর্বজনের ভাষায় সেটা বেমালুম চলে গেছে। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলে নি, তা নিয়ে তর্ক করা নিষ্ফল।

উর্দু ভাষায় পারসী ও আরবী শব্দের সঙ্গে হিন্দী ও সংস্কৃত শব্দের মিশল চলেছে—কিন্তু স্বভাবতই তার একটা সীমা আছে। ঘোরতর পণ্ডিতও উর্দু লেখার কালে উর্দুই লেখেন, তার মধ্যে যদি তিনি 'অপ্রতিহত প্রভাবে' শব্দ চালাতে চান তা হলে সেটা হাস্যকর বা শোকাবহ হবেই।

আমাদের গণশ্রেণীর মধ্যে য়ুরেশীয়েরাও গণ্য। তাঁদের মধ্যে বাংলা লেখায় যদি কেউ প্রবৃত্ত হন এবং বাবা মা শব্দের বদলে পাপা মামা ব্যবহার করতে চান এবং তর্ক করেন ঘরে আমরা ঐ কথাই ব্যবহার করে থাকি তবে সে তর্ককে কি যুক্তিসংগত বলব? অথচ তাঁদেরকেও অর্থাৎ বাঙালি য়ুরেশীয়কে আমরা দূরে রাখা অন্যায় বোধ করি। খুশি হব তাঁরা বাংলা ব্যবহার করলে কিন্তু সেটা যদি য়ুরেশীয় বাংলা হয়ে ওঠে তা হলে ধিক্‌কার দেব নিজের ভাগ্যকে। আমাদের ঝগড়া আজ যদি ভাষার মধ্যে প্রবেশ করে সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ হয়ে ওঠে তবে এর অভিসম্পাত আমাদের সভ্যতার মূলে আঘাত করবে। ২

২

আজকাল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় করে ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করবার যে চেষ্টা চলছে তার মতো বর্বরতা আর